কামিনী পিকচার্সের

প্রথম চিত্র

সকালের স্বপ্ন

দিলেন—ফের যদি কোন দিন তোমার ছেলে আমার রাজা আর সন্ধ্যার সাথে মেশে তাহ'লে তোমার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়বো!

সনাতন জবাব না দিয়ে পারে নাঃ জমিদার বাবু আমার ভিটেমাটির উপর আপনার লোভ যে অনেক দিনের, সে আমি জানি। কিন্তু ভিটেমাটি দেবার মালিক যিনি তার দরবারে নিয়ম মত আর্জ্জি পেশ করতে না পারলে আপনার নিজের টুকুও হারাবার সম্ভাবনা রইলো।—সে কথা ভুলবেন না।—সনাতন বেরিয়ে যায়। জমিদার দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারেন না। অরুণের ছোঁয়াচ বাঁচাতে ছেলে মেয়েদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেন তিনি। তারপর গাঁয়ের সুদখোর ক্রুর কুঞ্জুস বৃদ্ধ অম্বু ঘটককে ডেকে বলেন—ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে হোক সনাতনকে জব্দ করতেই হবে অম্বু খুড়ো।

তারপর সুরু হয় সংগ্রামের অধ্যায়। জমিদারের চক্রান্তে এক এক করে সবই হারায় সনাতন—হারায় না শুধু তার মনের বল। যে করে হোক খোকাকে তার মানুষ করে তুলতেই হবে। পিতার মুখ থেকে একলব্যের সাধনার ইতিহাস শোনে অরুণ। তার মনেও এসে দেখা দেয় বড় হবার সাধ। সাধনায়ও সে পিছিয়ে থাকে না। জমি বন্ধক দিয়ে সনাতন যোগায় তার সাধনার খোরাক।

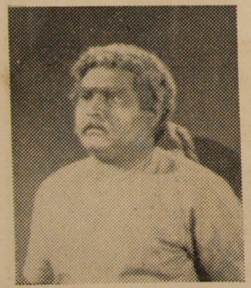

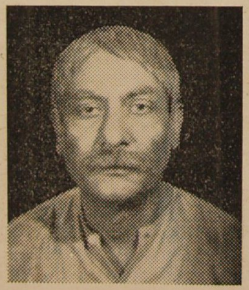

ভৃত্য শঙ্কর উৎসাহ দিয়ে সনাতনকে বলে—'বাবু দেখো আমাদের খোকা একদিন মস্ত বড় হবে—দশ জনের একজন হবে।.....

প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে অরুণ কলকাতায় আসে পড়তে। সন্ধ্যা ও রাজার সাথে তার দেখা হয় পথে। সন্ধ্যার অনুরোধ সে এড়াতে পারে না। আবার তাকে আসতে হয় জমিদার বাড়ীতে। যে বাধা তাদের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, সে পথ করে দিয়ে সরে যায়। আবার উভয়ের ভেতরে হয় ঘনিষ্ঠতা। কয়েক বছরের ব্যবধানে অরুণ যেন আজ সন্ধ্যাকে নতুন চোখে দেখে। অতীতের খেলা ঘরের খেলা আজ বুঝি সফল হতে চলেছে! কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে হয় আর এক।

দিন কয়েক পরেই অরুণের বাড়ী থেকে আসে এক টেলিগ্রাম—বাবার খুব অসুখ; দেরী না করেই সে বাড়ী রওনা হয়ে যায়। পিতার মৃত দেহের উপর লুটিয়ে পড়া ছাড়া আর তার কোন গত্যন্তর থাকে না—ভৃত্য শঙ্কর জল ভরা চোখে অরুণের মাথায় হাত রেখে দাঁড়ায়—সান্ত্বনার ভাষাও সে খুঁজে পায় না··· কলকাতায় তখন জমিদার বাড়ীতে সন্ধ্যায় বিয়ের সানাই বাজছে। বিবাহের হোমাগ্নির পবিত্র শিখার সঙ্গে গাঁয়েও জ্বলে ওঠে সনাতনের শ্মশান চিতা।.....

বছর পাঁচ ছয় পরের কথা। জমিদার সূর্য্যনারায়ণ আর বেঁচে নেই—সেই সঙ্গে নেই তাঁর জমিদারীও। অম্বু ঘটকের প্ররোচনায় রাজা (জমিদার পুত্র) আজ পথের ভিখিরী। অরুণ ডাক্তারী পাশ করে পশার জমিয়ে কলকাতায়

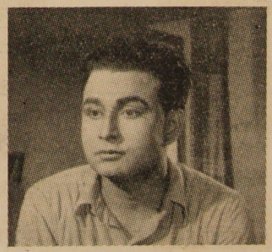

বসেছে। আজ আর তার কোন অভাব নেই—আছে শুধু দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে সেবা করার এক উন্মাদনাময় আগ্রহ। রিসার্চের কাজে ডুবেছিল অরুণ। এমন সময় হঠাৎ একখানা চিঠি এসে যেন তাকে আত্মহারা করে দিলে। শঙ্করকে ডেকে সে বললে—শঙ্করদা মানুষের জীবনে জয় যে পরাজয় হ'য়ে এ ভাবে দেখা দেয় এ আমার আগে জানা ছিল না। থাকলে এমন জয় আমি চাইতাম না।

কি সে জয়? কার সে চিঠি? তরুণ অরুণের স্বপ্ন ছিল খুঁজে দেখা—বিয়ে ছাড়া মিলনের আর কোন পথ আছে কিনা? সে পথের সন্ধান কি তার মিললো?

কামিনী পিকচার্স লিমিটেডের

— আগতপ্রায় —

আরও দুইখানি সমাজ চিত্র

"মাতৃস্মৃতি"

রচনা ও পরিচালনা—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

"বড়দাদা"

রচনা ও পরিচালনা—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

গান

জন্মতিথি উৎসবে উদ্বোধনী সঙ্গীত

তরুণীদের গান ঃ—

তরুণ বাংলা তোমায় নমস্কার।
অন্তরে তব জ্বালো দীপানল
ঘুচাও অন্ধকার॥
মন্দিরে তব জ্বালো জ্বালো ধূপ
পুড়ে যাক সব জঞ্জাল স্তূপ
বন্ধ ঘরের আঁধার ঘুচুক
খোলো খোলো তব দ্বার॥
ভুলো না তরুণ, স্বপ্ন তোমার—
সুভাষ ছুটিছে সাগরের পার—
খুলিতে আসল বিবেক পাগল
ক্ষুদিরাম দেখ হাসে খল খল
মরণের ভয় নাই ওরে নাই—
তোল তোল তলোয়ার॥

—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার গান ঃ—

এতো দীপালীর আলো আড়ালেও
রয়যে কৃষ্ণারাতি!
ফুল বাসরের গানের অতলে
হিয়া খানি ওঠে কাঁদি!!
এতো বিলাসের মধুময় কোলাহল
দুটী চোখে মোর আসে শ্রাবণের জল।
কী জানি কে যেন হাত ছানি দিয়ে
ডেকে বলে—"এসো সাথী!!
ওই-তো সবাই হাসিছ মধুর—
মোর কেন মনে হয়···
এতো "হাসি," যেন শত কাঁদনের
আল্পনা ছাড়া নয়?
(তাই)
ফেলে আসা কোন্ ছায়া ঘেরা বনবীথি
সরল, প্রাণের কত মায়াময় গীতি,
স্বর্ণ গায়ের স্মৃতির বেদনা
"দিবসের" আলো গাঁথি!!

—শ্রীতড়িৎ কুমার ঘোষ

সলিলের গান ঃ—

আমারে আঁকিয়া রেখো
তব-মন-বন তলে।
আমারে গাঁথিয়া রেখো
জয় মালা সাথে গলে—
লুকায়ে ফুলের মাঝে
মালিকার চুপি সাজে—
কোমল হৃদয়ে যদি
সুমধুর ছোঁয়া লাগে,—
ব্যাকুল অধর মম
(যদি) অধরের সুধা মাগে,—
দিও না দিও না বাধা
তুমি হেসে অবহেলে॥

—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

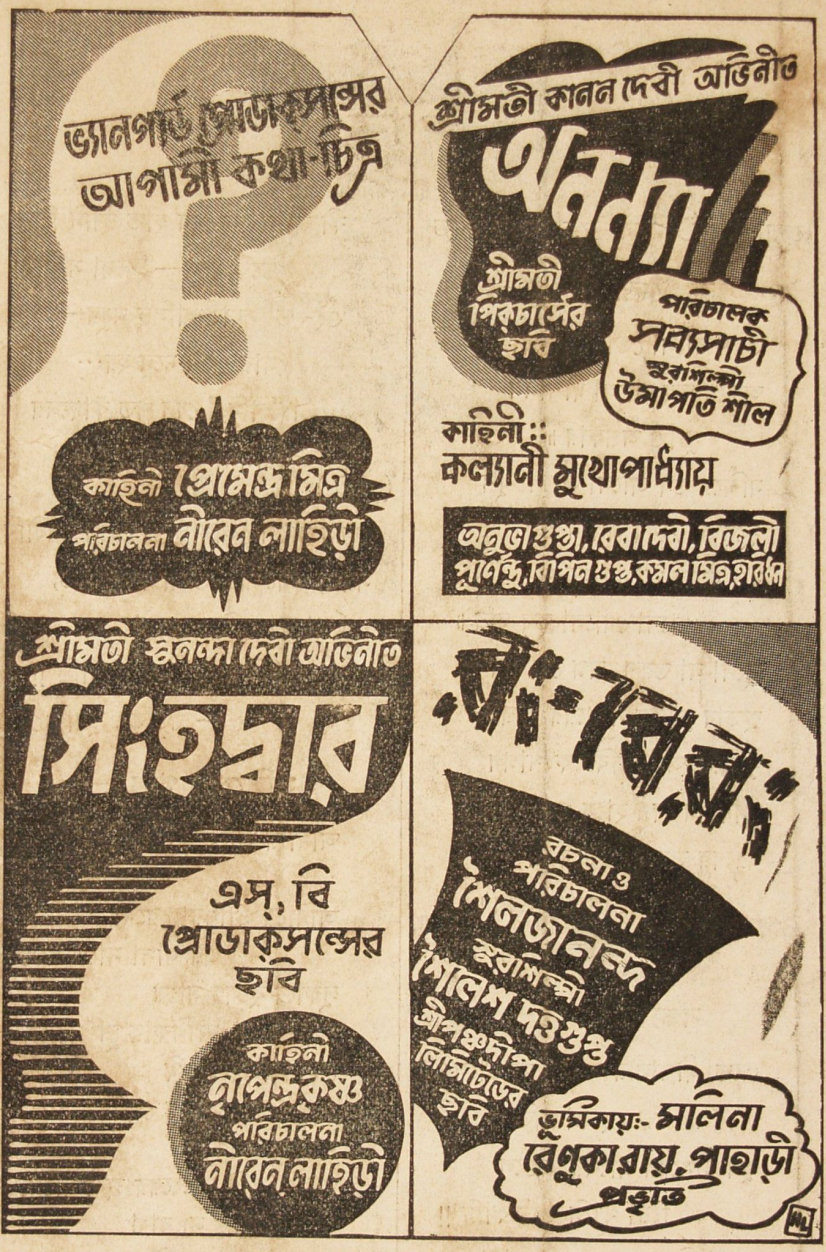

একমাত্র পরিবেশক ঃ

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিংস্ ঃ ৭৬।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দুই আনা।